Episode 37 Conservation Practices

দেবতার বন

SCFএর পক্ষ থেকে জয়া মিত্র

সাঁওতালি গানের সুর বেজে শেষ হয়। ঘোষণা শোনা যায়।

ঘোষক– আদিবাসী সহরাই উতসবের বৃক্ষ ও প্রাণীজগত বন্দনার গান দিয়ে আমাদের এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হল। ভারতের নানা অঞ্চলে যে সব বনাঞ্চলকে স্থানীয় মানুষরা নিজেরা রক্ষা করে আসছেন, যেগুলোকে সাধারণ ভাবে ‘পবিত্র বন’ বা সেক্রেড গ্রোভস বলা হয়, সেই বিষয়ে আলোচনার জন্য এই তিনদিনের সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন। এখানে উপস্থিত আছেন পশ্চিমবাংলা ছাড়াও, অসম ঝাড়খন্ড মনিপুর কর্ণাটক রাজস্থান গুজরাট ও উত্তরাঞ্চলের প্রতিনিধিরা। উড়িষ্যা

ও বিহারের প্রতিনিধিরা পথে আছেন। আশা করা যায় আজ বিকেলের মধ্যে তাঁরাও এসে পড়বেন।এঁদের সকলের উপস্থিতি আমাদের বিশেষ গৌরবান্বিত করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তরের যুগ্ম-সচিব স্বয়ং এই সম্মেলন উদ্ঘাটন করার ফলে এতে এক আলাদা গুরুত্বের মাত্রা যোগ হল। ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমরা শুনলাম কীভাবে সারা পৃথিবীর বনাঞ্চল দ্রুত নষ্ট হচ্ছে । বন পৃথিবীর পোষাকের মত। সেই আবরণের মধ্যে অসংখ্য প্রাণী আর জীবানু বাস করে যারা জীবজগতের রক্ষক। মাটির নীচে আছে জলের স্বাভাবিক ভান্ডার। তাও রক্ষা পায় বনের আবরণে। এই বনের আবরণ সরে গেলে শুধু মানুষ নয়, সমস্ত জীবজগতই ধ্বংস হবার মুখোমুখি দাঁড়াবে।

অতি প্রাচীন কাল থেকে অরণ্য যেমন মানুষকে রক্ষা করেছে, মানুষও তেমনি অরণ্যকে রক্ষা করেছে। কখনও দেবতা বলে, কখনো বিপদের দিনের আশ্রয় বলে প্রাচীন সমাজ নানাভাবে বনকে যত্নে রক্ষা

করেছে।বনজ নানা সম্পদ তারা ব্যবহার করেছে কিন্তু যত্ন করে। সেই মানুষরা সর্বদা মনে রেখাছে যে বন হল পবিত্র জায়গা। বন নষ্ট করলে, প্রাণী বা গাছপালাকে নিজের বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া অকারণে নষ্ট করলে বনদেবতা কুপিত হন। এইভাবে, সামাজিক বিশ্বাসের দরুণ বনকে রক্ষা করা ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে আজো টিকে আছে। এখানে উপস্থিত সম্মানিত প্রতিনিধিরা আগামী তিনদিন ধরে আমাদের বলবেন আমাদের নিজেদেরই দেশের সেইসব সুন্দর জঙ্গলের কথা যাদের নাম পবিত্র বন।

এখন আমাদের আধঘন্টা বিরতি। বাইরে চা ও সামান্য জলখাবার রাখা আছে। অতিথিদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁরা সেগুলো গ্রহণ করুন। আধঘন্টা পর আমরা আবার এই সভাগৃহেই মিলিত হব।

ঈষত গোলমালের শব্দ। কয়েকজন একসঙ্গে কথা বলছেন। দরজা খোলা ও বন্ধের আওয়াজ হয়। এবার কয়েকজনের গলা স্পষ্ট শোনা যায়।

মনোরমা ইবোমচা(মণিপুর)- আরে, অলকা বহেন, কেমন আছেন? মনে পড়েছে সেই দুহাজার ন'য়ে আপনার সঙ্গে সাবরমতীতে দেখা হয়েছিল? ও, ইন্দু তিরকিও তো আছেন দেখছি। ভালো আছেন তো?

ফারহাদ(রাজস্থান) ইবোমচা বহেন, খুব ভালো লাগছে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে। সেবার মণিপুরে আপনি ব্যবস্থা না করলে আমাদের লোকতাক লেক দেখাই হত না।

মনোরমা-ওরকম করে বলবেন না, আপনারা কতদূর থেকে গিয়েছিলেন। মনিপুরে তো আর রোজ যাওয়া হয় না কারো। আর জলাশয় নিয়ে একটা ইন্টারন্যাশনাল মীট হচ্ছিল, সেখানে লোকতাক হ্রদ তো দেখাতেই হবে।

অলকা সোনি- আশ্চর্য একটা জলাশয়, না? অত উঁচুতে, কী বিরাট!

ফারহাদ–অথচ গড় গভীরতা ছিল মাত্র দেড় মিটার।সূর্যের আলো সরাসরি জলের নিচের মাটিতে পড়ত। সেজন্যই তো অতোরকম গাছপালা আর অতোরকম মাছ ওখানে। আর সেই জলের ওপর ভেসে থাকা গোল গোল ফুংদি!

অলকা সোনি–আমার কিন্তু আপনাদের কাংলা ফোর্টের মধ্যে সেই যে একটা পুকুর দেখেছিলাম, সেটার কথাও মাঝে মাঝে মনে পড়ে, মনোরমা।

মনোরমা – হ্যাঁ, সেটার নাম নুংজেম পোখরি।

ইন্দু তিরকি (ঝাড়খন্ড)- আমার মনে আছে বেশ অবাক লেগেছিল যে আপনারাও পুকুরকে পোখরি বলেন।

মনোরমা – হ্যাঁ ইন্দু। ওই নুংজেম পোখরি মনিপুরীদের কাছে পবিত্র পুকুর। আমাদের ভাষায় কাংলা মানে হল শুকনো জমি। বাকি উপত্যকায় বর্ষায় তিনটে নদীর জল থেকে বন্যা হত, কাংলাতে তাই রাজধানী তৈরি হয়েছিল। মণিপুরীদের আদি দেবতার নাম পাখাম্বা। নুংজেম পোখরির মধ্যে তিনি

থাকেন। মনে করা হত যে ওই পুকুরটার তলা নেই।

ইন্দু ওরাওঁ- আমাদের আদিবাসীদের মধ্যেও কিছু কিছু পুকুর আছে যার জলে কেউ নামে না। সেগুলো পবিত্র পুকুর বলে ধরা হয়। যদি কোন বিয়ে বা পুজোর জন্য জল নেয় কখনো, তবে পুকুরের অনুমতি নিতে হয়। বাঁশের মাচা করে মাঝপুকুর থেকে জল তোলা হবে, জলে পা দেওয়া যাবে না।

মনোজ মিশ্র- আমাদের ওখানে, মানে উত্তরাখন্ডের চামোলি-তে এরকম দেবতার বন আছে। হরিপর্বতকে আমরা বলি হরিয়ালি মাতার বন। আশপাশে সব পাহাড় খালি। কোথাও কোন গাছপালা নেই, খালি হরিপর্বত পুরো সবুজ। ওখানে চূড়ায় চড়তে হলে বৃকছদের অনুমতি নিতে হয়। ওকে আমরা দেবীমাতার বন বলেই মানি। ওখান থেকে কেউ কোন গাছ কাটে না। একমুঠা ঘাসও কেউ তুলে আনবে না।

ঈশান কুকরেতি- হাঁ মনোজ মিশ্রজী।সরকার বোধহয় হরিপর্বতকে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা করেছেন, তাই না?

মনোজ মিশ্র- ঠিক। ওখানকার পাঁচ বর্গ কিলোমিটার জায়গা সরকার এখন রিজার্ভ ফরেস্ট বলে ঘোষনা করেছেন। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই লোকাল লোকেরা ওটাকে পবিত্র বন বলে মেনে চলেন।

একজন স্বেচ্ছাসেবীর গলা- ম্যাডাম আপনাদের জন্য কফি নিয়ে এসেছি। প্লীজ নিয়ে নিন।

মনোজ মিশ্র- ওঃ সো মেনি থ্যাংক্স।

মনোরমা- ইস, আমরা এমন আড্ডায় মজে গেছি...দেখ তোমাকে খাটালাম-

স্বেচ্ছাসেবী- মাই প্লেজার ম্যাম। আমাদের খুব ভালো লাগছে- আপনারা দেশেরই কতো জায়গা থেকে এসেছেন! আমরা তো যাই নি, আপনারা এসেছেন বলে শুনতে পাচ্ছি সব জায়গার কথা-

অন্য স্বেচ্ছাসেবী-স্যান্ডুইচ নিন সার

ঈশান কুকরেতি- ও, থ্যাঙ্কস আ লট। দারুণ খিদে পেয়েছিল

অলকা সোনি- মিস্টার ঈশান, আপনি যা বলছিলেন, ওরকমই হয়। আমাদের ওখানে গুজরাটেও এরকম পবিত্র বন আছে, তাকে আমরা দেববনী বলি।স্থানীয় লোকজন বহুকাল ধরে সে সব জায়গার নিয়ম মেনে চলে।অকারণে, নিজের খুসিমত কেউ সেখানে ঢুকবে না, দেববনী থেকে কোন কাঠ ফল বীজ কোন জানোয়ার কেউ বাইরে নিয়ে আসবে না। গল্প আছে কি ওখানকার কোন জিনিস বাইরে নিয়ে এলে ওই বন শুকিয়ে যাবে।কিন্তু বাইরের লোকজন তো সে সব মানে না, হয়ত গন্দা পোষাক পরে ঢুকে যাবে কি গাছ কেটে আনবে বা কোন জানোয়ার মারবে। সেসব বন্ধ করার জন্য সরকার ওখানে রিজার্ভ ফরেস্ট করে দেন। যাতে বন ঠিকঠাক থাকে আর লোকেরাও দুখী না হয়।

স্বেচ্ছাসেবী (একটু সংকোচে)- ম্যাম, একটা কথা জিগেস করব?

অলকা- ও নিশ্চয়ই। বলো?

স্বেচ্ছাসেবী-ম্যাম, আমার রাঁচিতে বাড়ি। আমাদের ওখানে অনেক জঙ্গল আছে। কিন্তু এমনি জঙ্গল আর পবিত্র বনের মধ্যে তফাত কি?

মনোজ মিশ্র- পয়লা তফাত হচ্ছে এই যে অন্য বনে লোকজন যার যকন যেমন ইচ্ছে ঢুকতে পারে। নিজের দরকারমত গাছ কেটে আনতে, শিকার করতে পারে। পবিত্রবনে এরকম করা যায় না। সেগুলোতে ঢুকতে হলে পুরা সমাজ একসঙ্গে যায়, যখন খুব বিপদ বোঝে তখন অনেকে মিলে বসে বিচার করে যে পবিত্রবনে যাবে কী না।

অলকা সোনি- দেখ, আগে তো সব জায়গাতেই জঙ্গলঝাড়ি ছিল,্মানুষ জঙ্গলের মধ্যে বাস করত, জঙ্গল থেকে খাবার পেত। তো জঙ্গলের অনেক জায়গাকে তারা মনে করত এগুলো দেবতাদের জায়গা। প্রায় সব পবিত্রবনে একই নিয়ম- সেখানে কেউ বাইরের জিনিস নিয়ে যাবে না, ওখানকার একটি কিছুও বাইরে আনবে না।

স্বেচ্ছাসেবী- ও, মানে যেগুলোকে এরকম বিচার করা হত, সেগুলোই পবিত্র বন? আর বাকি জঙ্গল খোলা, সবাই যখন খুসি যেতে পারে?

ঈশান কুকরেতি-অনেকটা ঠিক। কিন্তু মানুষ নিজেদের কাজে বনজঙ্গল কাটতে কাটতে এমন হয়েছে যে জঙ্গল কমে যাচ্ছে। তাই এখন প্রায় কোন জায়গাতেই যখন খুসি, যেমন খুসি গাছকাটা বা শিকার করা যায় না। পবিত্র বনগুলো ছাড়াও অবশিষ্ট বেশির ভাগ জংগলকেই সরকারী ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট রিজার্ভ ফরেস্ট বলে ঘোষণা করেছে।

অলকা সোনি-আবার অনেক জঙ্গল এমন যেখানে দেবতারা থাকেন এরকম না ভেবে লোক ওই জঙ্গলকেই দেবতা ভাবত। কোনো কোনো গাছকে পবিত্র মনে করত, এমনকী জঙ্গলের পশুদেরও মনে করত পবিত্র। দেবতাদের আশ্রিত। ভাবত এই জানোয়ারকে মারলে দেবতা রাগ করবেন। এরকম কিছু কিছু জঙ্গলে ঢোকা, সেখানকার গাছপালা পশুর

কোন ক্ষতি করা মানা থাকত। সমাজের সব লোক সে সব নিয়ম মানত।

সমীরা টুডু- আমাদের সাঁওতাল সমাজে শাল আর মহুয়াগাছকে খুব পবিত্র মনে করা হয়। শালকে আমরা বলি সারজোম। আমাদের সমাজের সব উতসবে শাল গাছ, শালের ফুল থাকে। বিয়েশাদিতে কিংবা মরা লোকের চিতাতে একটু হলেও মহুয়ার কাঠ লাগে। আগে গাছ অনেক ছিল, কোন অসুবিধা ছিল না। পুরোনকালের এইসব নিয়ম সবাই মেনে চলত। কিন্তু পুরোণ গাছ কাটা পড়েছে, মরে গেছে অথচ নতুন গাছ লাগানো হয়নি- এখন সরকার, লোকজন সবাই বলছে পুরাণ নিয়ম আর চলবে না।

ঈশান কুকরেতি- সরকার তো ভালোর জন্যই আইন করে। ইচ্ছামত বন কেটে ফেললে তো আর বনই থাকবে না। জানেন তো পরিবেশবিদরা বলেন পৃথিবীতে অন্তত পঁচিশ শতাংশ বন থাকতেই হবে। সেখানে এখন কোন কোন জায়গাতে শতকরা পাঁচভাগও নেই। এজন্যই রিজার্ভ ফরেস্ত আইন করতে হয়েছে।

ফারহাদ–যখন সরকার তৈরি হয়নি, সেই বহুতদিন আগেও লোকের মনে এই বুদ্ধি ছিল কি জঙ্গল নষ্ট করলে দেবতা রাগ করবেন। তখন সমাজ অনেক নিয়ম বানাত, লোকে সেইসব মেনে চলত। তাতে একটা ভালো হত যে জঙ্গল কখনো এত কমে যেতনা যে থাকা খাওয়ার কষ্ট হবে।

অলকা সোনি– আরেকটা খুব বড় ব্যাপার আজকে আমরা বুঝতে পারি। এইসব পবিত্র বনে বাইরে থেকে কোন গাছপালা নিয়ে আসা হত না। মানে ওইসব বনে এখনো কতো যে পুরোন সব গাছ, লতা আছে কল্পনা করা যায় না। মানে পৃথিবীর যেসব প্রাণী বা উদ্ভিদকে বিপন্ন বা লুপ্তপ্রায় বলে ঘোষণা করা হয়, তাদের কোন কোনটা হয়ত এই দেববনী বা পবিত্রবন গুলোর মধ্যে থেকে যেতেও পারে।

সঞ্জয় সিং– আমি তো ছত্তিসগড়ে থাকি, ছত্তিসগড়ে এরকম দেবতার বনকে লোকে বলে সরণা। ওখানে সারাবছর লোক যায় না, যদি দু–তিন বছর বারিস না হয়, তখন দেবতাদের পুজা করে অনুমতি নেওয়া হয়। অনুমতি পেলে তখন সবাই ওই বনে ঢুকতে

পারে। ওখানকার পুখুরের জল খেয়ে প্রাণ বাঁচায়। গায়-ভেঁস সরণার ছায়ায় থাকে। খায়। কিন্তু ওখানকার জিনিস কেউ বাইরে নেবেনা। তার নিয়ম নেই। একএক জায়গায় গাছের গায়ে এত মোটা মস পড়ে থাকে, একএকটা লতা বড়গাছের গায়ে এমন জব্বর জড়িয়ে উঠেছে যে না-দেখলে বিশ্বাস হবে না। সরণার ভেতরে রান্না করে খাওয়াও চলবে কিন্তু নিরামিষ খেতে হবে। যা শাক ছাতু কন্দ ভেতরে হয় সেগুলোই খাওয়া হয়। হয়ে গেলে সবকিছু ওখানেই চাপা দিয়ে রেখে আসতে হবে।

ফারহাদ- রাজস্থানে আমরা এরকম বনকে ওরণ বলি।বিশেষ করে পশ্চিম রাজস্থানে মরুভূমির দিকে এরকম গাছপালা ভরা কিছু কিছু জায়গা থাকে। ওড়না মানে আমাদের কথায় ঢাকা নেওয়া- যেমন শীত কি রোদ্দুর থেকে বাঁচতে লোকে ঢাকা নেয়। এই ওরনগুলোও সেরকম- দু-তিন বছর একেবারে বৃষ্টি না হলে নিজেদের আর ছাগল উট ভেড়ার প্রাণ বাঁচাতে লোকে ওরন-এ গিয়ে আশ্রয় নেয়। রাজস্থানে

নিচে মাটিতে ঝোপঝাড় বেশি হয় না, বালি জমি। মরুভূমি তো সমান জায়গা নয়, নানা জায়গাতে নিচু আছে। সেখানে ঘাস কিংবা অন্য কিছু গাছ হয়। সেগুলো জলের জায়গা।।ওরণে মাথার ওপর গাছের ছায়া থাকে। মরুভূমির মধ্যে কোথাও কোথাও নিচে জিপসামের স্তর আছে, সেখানে মাটির নিচে নমী থাকে, মানে ময়েশ্চার। যত টুকু বৃষ্টি হয় সেই জল এসব জায়গায় মাটির নিচে জমা থাকে। একদুটো কুয়ো বা কুন্ডি থাকলে তবেই সেখানে ওরন হবে। জল ছাড়া তো মানুষ কি জানোয়ার বাঁচতে পারবে না। খেজড়ি, বাবলা এরকম কিছু কিছু গাছ হয়। যেখানে বেশি বালি আর রোদ সেইসব জায়গাতে ফোগ(Calligonum polygonoides) বলে একরকম উদ্ভিদ হয়। এটা ভারতবর্ষে আর কোথাও হয় না।উট আর ভেড়া এগুলো চিবিয়ে অনেকঘন্টা জল না-খেয়ে থাকতে পারে। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে এই ওরণ থাকে। এই জমি আগে পুরো সমাজের জমি হত। ওরনে কেউ একা একা যেতে পারত না, বিপদের দিনে পুরা সমাজ একসাথে গিয়ে

দেবতার ছায়ায় থাকত। এখন ওরণের জমি সরকার নিয়েছে। তার মধ্যে চাষ হচ্ছে, রাস্তা তৈরি হচ্ছে। তো ওরণ ছোট হয়ে যাচ্ছে।

পদ্মিরা থাপা- আমাদের দার্জিলিং কালিম্পং-এ এখনো এরকম ছোট ছোট পবিত্র জঙ্গল থাকে। অনেক আছে। সেগুলো জলের জায়গা। ছোট হলেও জলের উতস থাকে। বনের মধ্যে যেখানে লমপত্তা, পানিসাজি আর গোকুল গাছ একজায়গায় থাকে, সেখানে জল থাকবেই, সবাই জানে। এমনকি এর দুটো থাকলেও হয়। সেইখানে জঙ্গলের ভিতরে জলের ধারা থাকবে। ওই জঙ্গলে কেউ জুতো পায়ে যাবে না। বাইরে থেকে কিছু ওই বনের মধ্যে আনবে না, আর ওখান থেকে একটা ঘাসের তিনকাও কেউ বাইরে নেবে না। এই জলের জায়গাকে আমরা বলি দেবীথান। বছরে একদিন দেবীথানে পুজা হয়। সেদিন ভিতরে রান্না, খাওয়া হয়, কিন্তু সেগুলো সব দেবীমায়ের প্রসাদ। আমাদের ওখানে গ্রামের দিকে জল কারো নিজের হয় না, জল সকলের জন্য দেবীমায়ের দান। কেউ যদি পাইপ দিয়ে নিজের

বাড়ির চৌবাচ্চাতে জল জমা করে, সেখান থেকে সবাই জল নেবে। এই নিয়ম না মানলে দেবীথানের ধারা শুকিয়ে যাবে। দূর থেকে আসা লোকেরাও জঙ্গলের ভিতর পতাকা দেখে বুঝতে পারে যে ওইখানে দেবীথান আছে। জল আছে।

স্বেচ্ছাসেবী–কিন্তু পদ্মিরা ম্যাডাম, যদি কেউ যেতে না পারে তবে জল খাবে কী করে?

পদ্মিরা থাপা–নিয়ম তো কেবল দেবীথানের ভেতরের জন্য, জলের ধারা যেই বাইরে চলে আসে তখন সবাই ছুঁতে পারবে, খেতে পারবে। আশপাশের তিন চারটে গ্রাম ওই জলই খায়।কিন্তু ওই জলের ধারা পরিষ্কার রাখতে হবে। নিয়ম মানতে হবে। তুমি ঘরে নিয়ে গেের দরকারমত কাজ করো, যতক্ষণ খোলা জায়গায় বহতা ধারা থাকবে, কেউ তাতে কাপড় কাচবে না, বাসন ধোবে না। স্নানও করবে না।

শংকর খাসিয়া– এই নিয়ম আমাদেরও আছে–পবিত্র বনের ভেতরে কোন বাইরের জিনিস আনবে না, এখানকার কোনকিছু বাইরে নেবে না। আমাদের

খাসিয়া পাহাড়ে মাফলং তো খুবই বিখ্যাত বন। এখনও সাতাত্তর হেকটর জমিতে এই বন। খুব ফল গাছ। নানারকম পাকা ফল মাটিতে পড়ে থাকে। এখন সরকার মাফলংকে রিজার্ভ ফরেস্ট করে দিয়েছেন। বাইরের টুরিস্টরা অনেকে এখানে আসছেন, কিন্তু তাদের আগে থেকে বলে দেওয়া হয় কি কি তাঁরা করতে পারবেন আর কোন কোন কাজ একেবারে নিষিদ্ধ।

মাফলাং এ অনেক ফলগাছ আছে। পাখিরা গাছ থেকে ফল ঠুকরে খায়, তাদের ফেলা বীজ থেকে নতুন গাছ গজায়। মানুষ কিন্তু গাছ থেকে ফল পাড়ে না। ঝরেপড়া ফল কেউ কুড়িয়ে খেতে পারে, কিন্তু তার বীজ বাইরে আনা বারণ, ভেতরেই মাটিতে ফেলে দিতে হবে।ওখানে খাসি-পাপেডা বলে একটা ফল আছে, খুব খাট্টা। বড়রা খেতেই পারবে না। আমরা ছোটবেলায় যতোবার ওখানে গিয়েছি, মন ভরে ওগুলো খেতাম। পরে গিয়ে খুঁজতাম যে আগেরবার যেখানে বীজ ফেলেছিলাম, ওখানে গাছ গজিয়েছে কি না।

পদ্মিরা থাপা- শংকরজি, আমাদের নর্থ বেঙ্গলে জঙ্গলের মধ্যে এখনো অনেক ফলগাছ- কলা পেয়ারা, পেঁপে- থাকে, যে ফল কেউ ছেঁড়ে না। এমনকি গরু চরাতে যাওয়া দুষ্টু ছেলেরাও না। ওগুলো পাখিদের জন্য থাকে।

শংকর খাসিয়া-প্রদীপ পাড়োয়ালজী, আপনাদের ওখানে, মানে গারো হিলস-এ তো বিখ্যাত পবিত্র বন রয়েছে। ওই যে বলে গন্ধমাদন পর্বত-

প্রদীপ পাড়োয়াল- হ্যাঁ শংকরবাবু, আমাদের ওখানে অনেকগুলোই ছোটবড় পবিত্র বন আছে কিন্তু তার মধ্যেও নকরেঙই সবচেয়ে বেশি মান্য। ওই যে আপনি বললেন গন্ধমাদন পর্বত-ওখানে অনেকেই মনে করেন রামায়ণে যে লক্ষ্মণকে বাঁচানোর জন্য হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত তুলে নিয়ে যাবার কথা আছে, সেটা এই নকরেঙ পর্বত থেকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এটা একটা বিশাল পর্বত যার মাথার কাছ পর্যন্ত গেলে দেখা যাবে চূড়ার বদলে সেখানে একটা প্রকান্ড গর্তের মত জায়গা। সেখানে এখনো ঘন বন। এটাই নকরেঙ পবিত্র বন। ওখানে অবশ্য নন-

গারো কেউ যেতে পারেনা। আর ওই গহ্বরের মধ্যে কোন মানুষেরই ্নামবার নিয়ম নেই। আমরা বহুকাল ধরে জানি ওই পাহাড়ের সমস্ত গাছ লতাপাতা- প্রত্যেকটিই কোন-না-কোন ওষুধ। কঠিন রোগের ওষুধ। হতে পারে যাতে সেসব গাছপালা যাতে নষ্ট নাহয়, কেউ ইচ্ছেমত অকারণে ছিঁড়ে নষ্ট না করে তাই জন্যই হয়ত অতোটা বাঁধাবাঁধি।

সঞ্জয় সিং- পবিত্রবন নিয়ে নানারকম লোককথা প্রায় সব জায়গাতেই থাকে। রাঁচির কাছে গুমলায় সরনার মধ্যে একজায়গায় দুটো প্রকান্ড গাছ আছে দুটোর ডালপালা একটা অন্যটার সঙ্গে জড়ানো। কিন্তু গুঁড়ি দুটো আলাদা। এদের বলে মোটকা মাহাত। কারো ছেলেমেয়ে না হলে, বাড়ির কারো কথিন অসুখ করলে, যে কোন বিপদে-আপদে লোকে এদের কাছে এসে মানত করে। বিশ্বাস করে যে মোটকা মাহাতর শরণ নিলে কোন বিপদ হবে না।

ফারহাদ-জোধপুরের পীপাসরে তিনটে বড়বড় ওরন ছিল, জাম্বোজী কি ওরন, পীপনজী কি ওরন, মাহারাজ কি ওরন। ওখানে গল্প আছে যে আগেকার

সময়ে বনের দেবতা পাবুজির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কেউ নিজের খুব দরকারে একটা কি দুটো গাছ কাটতে পারত। কিন্তু একবার এক মামা-ভাগনে গাঁইয়ের লোকদের ঠকিয়ে পাবুজি বলেছে বলে গাছ কেটে নিয়ে যায়। তারপর থেকে ওরনে ধীরে ধীরে গাছ কমে যাচ্ছে। এখন তো ওরন এর জায়গাতে মন্দির হয়ে যাচ্ছে, অকালের সময় লোকের যাবার জায়গা থাকবেনা। এখন খালি কিছু খেজড়ি আর মাটিতে অল্প খিম্পা ঘাস বাকি আছে।

ঈশান কুকরেতি-যখন সকলে সমাজের নিয়ম মেনে চলত তখন এইসব সেকরেড ফরেস্ট ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু সময় পালটেছে, বাইরের লোক এসে গাছপালা কেটে নেয়। বাইরে থেকে নানারকম খাবার, প্লাস্টিক এইসব নিয়ে আসে। তাতে জঙ্গল খারাপ হয়ে যায়। সেই জন্যই এখন সেক্রেড ফরেস্টগুলোকে সরকারী রিজার্ভ ফরেস্ট করে নেওয়া হচ্ছে।

সমীরা টুডু- সব জায়গায় হচ্ছে না কিন্তু। আমাদের জাহেরগুলোর মধ্যে বাইরের লোক ঢুকছে। ফরেস্ট

ডিপার্টমেন্ট এসে শালগাছ কি ইউক্যালিপটাস লাগিয়ে দিচ্ছে। অনেক পুরোন শালগাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

শংকর–পুরো নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারি একসময়ে গাড়োয়ালীদের কাছে খুব পবিত্র ছিল আমাদের প্রাচীন লোকেরা নন্দাদেবীকে খালি একটা পর্বতচূড়া নয়, বরং এলাকার রক্ষয়িত্রী বলে মনে করত। নন্দাবনকে ভাবা হত যেন সেই মায়ের নিজের জায়গা। এখনো বারো বছর পরপর ওখানে নন্দা জাত হয়। সেটা গাড়োয়ালের সবচেয়ে বড় পুজা। মেলা। কিন্তু এখন অনেক বাইরের টুরিস্ট আসে। তারা নিয়ম জানে না, বনের নিয়ম সব নষ্ট হয়। তাদের তো ট্রেনিং দিতেও হবে।

পদ্মিরা থাপা– আজকে তো পবিত্রবনের সবচেয়ে বড় ব্যাপার এই যে যেসব ফ্লরা আর ফাঔনা একদম নষ্ট হয়ে গেছে, কোথাও পাওয়া যায় না, তার কিছু কিছু হয়ত এইসব জায়গাগুলোতে থাকতেও পারে। রেস্ট্রিকশান ছিল বলে হয়ত এখানে প্লান্ট–লাইফ অনেকটা ভালোভাবে রয়ে গিয়েছে। আফটার অল,

গাছ আর প্রাণীর থেকে সেক্রেড তো আর কিছুই হতে পারে না, এটা তো মানতেই হবে।

ঈশান কুকরেতি- নিশ্চয়ই।

সঞ্জয় সিং- আর এটাও ঠিক যে হাজার বছরেরও বেশিদিন ধরে এসব জঙ্গল কিংবা বনকে পবিত্র জায়গা বলে রক্ষা করে এসেছেন সাধারণ লোকেরাই। এটা খেয়াল করলে বেশ অবাক লাগে যে কোনটা পবিত্রবন, তা লোকেরা কিন্তু খেয়ালখুশিমত ঠিক করতেন না, সেইসব জায়গার বা গাছের, নদীর কি পাহাড়চূড়ার কোন বিশেষ গুণ থাকত, তবেই সেটাকে পবিত্র বলা হত। প্রায় সব পবিত্রবনের এটাই বিশেষত্ব যে লোকের বিপদ হলে, অনাবৃষ্টি বা জলের কষ্ট বা এরকম কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাতে সকলে মিলে, কেবল ধনী বা উঁচুজাতের লোকেরা নয়, সবাই এসে সরণা, অরন কি জাহেরে আশ্রয় নিতে পারত।

সমীরা – এখনো যদি সমাজ রক্ষা করে তবেই এই জংগলগুলো রক্ষা পাবে-

ঘোষক- চ-পানের বিরতির শেষে আমাদের নতুন সেশান শুরু হতে যাচ্ছে। অতিথিদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ তাঁরা নিজেদের আসন গ্রহণ করুন। ভলান্টিয়ারদের বলা হচ্ছে আপনারা অতিথিদের আসন গ্রহন করতে সহায়তা করুন। এই দ্বিতীয় সেশানে সভাপতিত্ব করবেন...

ঘোষকের কন্ঠ মিলিয়ে যায়। এতক্ষণ যাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন তাঁরা এগিয়ে যেতে যেতে মৃদুস্বরে কথা বলেন।

ঈশান কুকরেতি-হিসেব করে দেখা হচ্ছে দেশে প্রায় আড়াইহাজার মত পবিত্রবন আছে। তবে অনেকেই বলছেন এটা আরো অনেক বেশি...

কাপডিস রাখার, ভারী দরজা খোলাবন্ধের আওয়াজ শোনা যায়।